দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 25 MAR 2008
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

সিডরবিধ্বস্ত জনপদে ছাত্র ছাত্রীদের লেখাপড়ার দিকে কারও নজর নেই

ফিরোজ মান্না, মঠবাড়িয়া থেকে ফিরে ॥ সিডরবিধ্বস্ত জনপদে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার দিকে কারও নজর নেই। বিধ্বস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মেরামত কাজ দীর্ঘসূত্রিতার কবলে পড়েছে। সরকারী-বেসরকারী সংস্থা দুর্গত এলাকায় পুনর্বাসন কাজ নিয়ে ব্যস্ত। শিক্ষা পুনর্বাসন কাজে এখনও হাত দেয়া হয়নি। দুর্গত জনপদে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে বলে এলাকাবাসী জানিয়েছে। অবিলম্বে সরকারী-বেসরকারীভাবে শিক্ষা পুনর্বাসন কর্মসূচী হাতে নেয়ার দাবি করেছে এলাকাবাসী। শিক্ষা কর্মসূচী হাতে না নেয়া হলে এর প্রভাব দীর্ঘমেয়াদীভাবে ছাত্রছাত্রীদের ওপর পড়বে। মৌলিক অধিকার থেকে তারা হবে বঞ্চিত। সিডর আক্রান্ত মানুষের খেয়েপড়ে বাঁচার অধিকারের লড়াই চলছে। এতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সরকারী-বেসরকারী সংস্থা। বেঁচে থাকা মানুষের স্বাভাবিক জীবন এখনও ফিরে আসেনি। তারপরও মানুষের বাঁচার সংগ্রাম চলছে। জীবিকার সন্ধানে তারা নদীতে নামছে। সিডর পরবর্তী সময়ে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে এলাকায় তিনটি নৌকা এবং জাল দেয়া হয়েছে। গ্রামবাসী পালাক্রমে এই জাল নৌকা ব্যবহার করছে। মঠবাড়িয়া উপজেলার দুর্গত এলাকা ঘুরে দেখা গেছে মানুষের মধ্যে তীব্র আগ্রহ। এখানে কর্মরত সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা বলেছেন, এখন দুর্গত মানুষজনকে কাজের মধ্যে যুক্ত না করতে পারলে তাদের সংস্কৃতি পাল্টে যাবে। ফলে সমাজজীবনে দেখা দেবে নানা সমস্যা। নষ্ট হবে কয়েক শ' বছরের ঐতিহ্য। চার মাস আগে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় সিডরে লণ্ডভণ্ড করে দেয়া জনপদে আমাদের অনেক ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা হয়। তাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম স্কুলে যায় কিনা।

(২- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

সিডরবিধ্বস্ত জনপদে

(প্রথম পাতার পর)

জবাবে জানলাম তাদের বই খাতার অভাব। ঝড়ে তাদের সব বই-খাতা নষ্ট হয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত সব বই তাদের হাতে পৌঁছেনি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বই বিতরণ করা হয়েছে। কিন্তু খাতাপত্র না থাকায় ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটছে। উচ্চবিদ্যালয় এবং কলেজগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের বইয়ের সঙ্কট প্রকট। অভিভাবকরা টাকার অভাবে ছেলেমেয়েদের বই-খাতা কিনে দিতে পারছে না। তাঁরা মনে করছেন সিডরের পরে যেভাবে বিভিন্ন সংস্থা এলাকায় ত্রাণসামগ্রী দিয়েছেন একইভাবে ছাত্রছাত্রীদের বইও দেবে তারা। বেসরকারী সংস্থা উত্তরণের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মনিরুজ্জামান জামাদ্দার বলেন, সরকারী-বেসরকারী সংস্থা প্রথম ধাপে নিরন্ন মানুষকে খাবার ব্যবস্থা করেছে। এরপর তাদের জন্য দীর্ঘমেয়াদীভাবে পুনর্বাসনের কাজে হাত দিয়েছে। সত্যিকার অর্থে ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোন সংস্থা ওভাবে এগিয়ে আসেনি। এখন আমরা সিডরদুর্গত এলাকায় খাবার পানি সংকট কাটিয়ে তোলার চেষ্টা করে যাচ্ছি। তা না হলে আর কয়েক দিন পরে পানি সংকট তীব্র হবে। এখনই খাবার পানির পুকুরগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। সংস্কারের অভাবে অনেক পুকুরের পানি খাওয়া যাচ্ছে না। পানি বিশুদ্ধ করার ব্যবস্থা খুব কমই রয়েছে।

তেলীখালি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহাদৎ হোসেন বলেন, বইয়ের অভাবে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা জীবন নষ্ট হচ্ছে। তারা অন্য এলাকার ছাত্রছাত্রীর চেয়ে শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ছে। এই ক্ষতি তারা সারা জীবনে পুষিয়ে নিতে পারবে কিনা আমার সন্দেহ। আমার স্কুলে এই গ্রামের মানুষ সাবেক বিভাগীয় কমিশনার হাবিবুর রহমান সম্প্রতি ৬৬ সেট বই দিয়েছেন। আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। এই বই পেয়ে ছাত্রছাত্রীরা খুব খুশি হয়েছে। তারা গত বছরের নবেম্বর মাস থেকে পড়াশোনা করতে পারছে না।

পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া উপজেলার সিডরদুর্গত এলাকার মানুষ আমাদের কাছে নাম লেখাতে ভিড় করে। আমরা তাদের বোঝাতে চেষ্টা করি আমরা তো কোন সাহায্য দিতে আসিনি। এরপরও তাদের সান্ত্বনা নাম লিখে নিলেই বুঝি সাহায্য পাওয়া যাবে। গ্রামের মানুষ প্রলয়ঙ্করী সিডরের হিংস্র থাবার চিহ্ন দেখাচ্ছিলেন দানবীয় ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাওয়া সিডরের আঘাত বেশিক্ষণ স্থায়ী ছিল না কিন্তু তার ভয়াবহতার চিহ্ন দীর্ঘস্থায়ী হয়ে জেগে আছে। প্রতিটি গাছ ঘরবাড়ি সেই সাক্ষ্য দিচ্ছে। মাছ ধরে জীবন যাপন করা এই মানুষগুলোর নৌকাগুলো বাড়ির উঠানে গিয়ে উঠে আছে। খেতাছেঁড়া গ্রামে বেশ কয়েকটি নৌকা মাটিতে চাপা পড়ে আছে। ওই নৌকাগুলোর গলুই জেগে রয়েছে। তাদের সব কেড়ে নিয়েছে সিডর। যদি তাদের জাল-নৌকা থাকত তাহলে সাহায্য নেয়ার প্রয়োজন হতো না এমন কথা জানালেন অনেকেই। আব্দুল খালেক, সোনা মিয়া, আব্দুস সোবহান মুন্সী, জয়নাল, জাকিরসহ অনেকেই বললেন, আমরা কাজ পেলে খুশি। আমাদের জীবিকা নির্বাহ হয় মাছ ধরে। তাই সরকারের কাছে দাবি, আমাদের জাল-নৌকা দিয়ে সাহায্য করা হোক। জাল-নৌকা পেলে আমাদের অভাব আমরা নিজেরাই সমাধান করতে পারব। জাল-নৌকা কেনার মতো কোন অবস্থা আমাদের নেই। কাজ না পেয়ে আমরা অলস বসে দিন কাটাচ্ছি।